63

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 FEB 1996 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

চট্টগ্রাম বিভাগীয় বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কোন সনদ বা প্রশংসাপত্র দেওয়া হয় না। সাধারণ বৃত্তি এবং টেলেন্টপুল বৃত্তি হিসাবে যথাক্রমে মাসিক ৩০ ও ৭০ টাকা হারে তিন বছর পর্যন্ত প্রদান করা হয়, যাহা বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অতি নগণ্য। গত দুই বছর যাব প্রত্যেক স্কুলের ৫ম শ্রেণীর মোট শিক্ষার্থীর ২০ শতাংশের জন্য বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে এবং কোন স্কুল বৃত্তি পরীক্ষার্থী দিতে ব্যর্থ হইলে বা পরীক্ষার্থী পাস নম্বর অর্থাৎ ৩৩% নম্বর না পাইলে ঐ স্কুলের শিক্ষকদের টাইম স্কেল বন্ধ, ইবি ক্রস বন্ধ, বদলী এবং নিন্দাপত্র জারি করার মত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিশয় শাস্তির বিধান করা হইলেও যে সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কঠোর পরিশ্রম করিয়া ছাত্রদের বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য করিয়া তোলেন, সেই শিক্ষকদের নিকট বিভাগীয় একটি প্রশংসাপত্রও প্রেরণ করা হয় না। বৃত্তি পরীক্ষার জন্য ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট হইতে মাথাপিছু ৪০ টাকা হারে ফিস নেওয়া হয়। অথচ প্রতি উত্তরপত্র পরীক্ষার জন্য পরীক্ষকদের সম্মানী দেওয়া হয় মাত্র ৩ টাকা হারে। সুদূর সুনামগঞ্জ, সিলেট, বান্দরবান, কক্সবাজার প্রভৃতি জেলার শিক্ষকদের নিজ ব্যয়ে ৩/৪ দিন যাত্রা পথে কাটানোর পর, চট্টগ্রামস্থ উপ-পরিচালকের কার্যালয় হইতে উত্তরপত্র সংগ্রহ করিতে হয়। তাহাছাড়া জানুয়ারী মাসে জমা দেওয়া উত্তরপত্র পরীক্ষার সম্মানী বিল, প্রতি বছর আগষ্ট/সেপ্টেম্বর মাসে পরিশোধ করা হয়। উল্লেখিত বিষয়গুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজর ইত্তেফাকের মাধ্যমে কামনা করিতেছি।

—মোঃ আবদুল মালেক
রামপাশা, সুনামগঞ্জ।